একটি কল্পগল্প

জুন ২০২৩-এর এই বার্তালাপ শেষ করব একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্প দিয়ে যার উপকরণ নেওয়া হয়েছে গুরুদেবের বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রবাহ থেকে। গল্পটির দুটি চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ: নারানস এবং বেবলিদাস। তারা দুজনেই পুরুষ, উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত-বংশীয়। উচ্চকুলে জন্ম নেওয়ার জন্য তারা গর্ব বোধ করে— যে উচ্চবংশ কিনা বিলিতি শাসকদের তোয়াজ করে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল বলে বাংলার ইতিহাস থেকে জানা যায়। বেবলিদাস তার পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি ছাড়াও নানা অসদুপায়ে প্রচুর টাকার মালিক হয়। বেবলিদাস তার প্রতিভা আর পৃষ্ঠপোষকদের বদান্যতায় ব্যাপক পরিচিতিও পায়। নারানসও ধনী, তবে বেবলিদাসের মতো ধনী নয়। নারানসও বিখ্যাত, কিন্তু বেবলিদাসের মতো খ্যাতিমান নয়। যেহেতু বেবলিদাস আর নারানস পরস্পর সম্পর্কিত, সেজন্য তারা পরস্পর পরস্পরের ভালমন্দ দেখে; তবুও নারানস বেবলিদাসের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে। কিন্তু নারানস বেশ ভালই জানে, বেবলিদাসের সেবা করতে পারলে তার আর্থিক ও অন্যান্য অনেকপ্রকার লাভ হবে। সেইজন্য সে বেবলিদাসের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ন্যায়-অন্যায় না দেখে নিজেকে মনে-প্রাণে বেবলিদাসের কাজে সঁপে দিল।

এখন একটি কামধেনু ঢুকে গিয়ে এই গল্পে একটা মোচড় দিয়ে গেল। গরুটাকে এলাকার সবাই পবিত্র জ্ঞানে পুজো-আচ্চা করত। যেহেতু বেবলিদাসের স্বভাবটাই ছিল যা-কিছু জাগতিক তার সবকিছু আত্মসাৎ করার; সুতরাং সে নারানসকে বলল, ধরে আনো গরুটাকে। ওটা আমার চাই। এইসময়ের স্থানীয় মাতব্বর নারানসও ছিল খুব গোঁয়ার এবং অধিকারপ্রবণ। সে ভাবল, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই, যা তাকে বেবলিদাসকে খুশি করার উপায়ে বাধ সাধতে পারে।

এখন এই কল্পগল্পের চরিত্র সংখ্যা দাঁড়াল চারটি। বেবলিদাস, নারানস, সেই কামধেনু আর লোভ। লোভও একটা চরিত্র, কারণ বেবলিদাস আর নারানস দুজনেই এমন লোভী যে স্বার্থের জন্য করতে পারে না হেন কাজ তাদের নেই। তাছাড়া সেই গরুটিকে যারা পবিত্র ভাবত, পুজো করত, তেমন কিছু স্থানীয় মানুষও আমাদের এই গল্পের মোচড়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বেবলিদাস কামধেনু গরুটাকে চাইছে আর নারানসও সব বাধা তুচ্ছ করে সেই নিরীহ প্রাণীটাকে তুলে দিতে চাইছে বেবলিদাসের হাতে। স্থানীয় মাতব্বর হিসেবে নারানসের গভীর আত্মবিশ্বাস আছে যে সে বেবলিদাসের ইচ্ছাপূরণ করবেই; এবং স্থানীয় জনমত উপেক্ষা করেই এই কাজটা সে বেবলিদাসের জন্য করবে। সুতরাং পবিত্র কামধেনু বিষয়ে জনসাধারণের মতামত উপেক্ষা করে বেবলিদাসের হাতে কামধেনুটি তুলে দিয়ে সে একটা ঘোষণা জারি করে বসল যে, 'গরুটা সাধারণেরই সম্পত্তি, তবে তা গচ্ছিত থাকবে বেবলিদাসের কাছে।' এইভাবে নারানস একদিকে জনসাধারণ আর অন্যদিকে প্রিয় বেবলিদাস— দুই কুলই রক্ষা করল। কেননা গরুটা বেবলিদাসের কাছে থাকলে কী হবে— জনগণের স্বত্বও তো বজায় থাকছে! তেমনই বলা হয়েছে ঘোষণাপত্রে। এইভাবে চাতুর্যের সঙ্গে নারানস তার উদ্দেশ্য পূরণ করল। একদিকে খুশি করা হল বেবলিদাসকে, আবার জনসাধারণকেও বোকা বানানো হল।

বেবলিদাস এবং নারানস খুব খুশি। কেননা তাদের চতুর কৌশলে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে তাদের বাপ-পিতেমোর আমলের সম্পত্তি ওই কামধেনুটাকে হাতানো গেছে! স্থানীয় কিছু তথাকথিত পশুপ্রেমী নারানসকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে ছিল কুপ্রিয় শিখর, ইরমিলা ধমো,

উদ্ধত ধিকাচার্য এবং তাদের অনুগামীরা— কারণ তারা প্রত্যেকেই একদিকে কামধেনুর থেকে ফায়দা তুলত, অন্যদিকে বেবলিদাসের কাছ থেকে পার্থিব সুবিধা পাওয়ার পথটাও তাতে খুলে রাখা যায়, যা অন্যভাবে হয়তো পাওয়া সহজ হত না।

এরইমধ্যে গল্প গেল ঘুরে। নারানস আরেক মাতব্বরের কাছে পরাস্ত হয়ে পালাল এই গল্পের দৃশ্যপট থেকে, এবং জনগণের টাকা লুঠ করা সম্পত্তি নিয়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস শুরু করল। ওদিকে বেবলিদাস খুবই খুশি। কামধেনু এখন তার করায়ত্ত। এদিকে তাদের ঠকানোর জন্য জনসাধারণের মধ্যে নারানসের অপকীর্তির নিয়ে বেশ উত্তেজনা দেখা দিল। তারা একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সুযোগ এল যখন নতুন এক সর্দার আবির্ভূত হয়ে বেবলিদাস এবং তার প্রিয়পাত্র কুপ্রিয় শিখরের চাটুকারদের সমস্ত প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে একটা সুব্যবস্থা কায়েম করল। উদ্ধত শিখর 'বিখ্যাত' ছিল, কেননা সে আগের আমলের এক মোড়লের সময় একই সঙ্গে দুটো উৎস থেকে আয় করবার অপরাধে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। হাবলা ঠিকুজে এই দলের আরেক নতুন সংযোজন। এতদিন পাবলিককে হাব্বাতাব্বা মিথ্যে প্রচার করা ছিল তার কৌশল। তাদের উদ্দেশ্য, বেবলিদাসের কাছ থেকে নানারকম সুবিধা পাওয়া। বেবলিদাস সব জেনেবুঝেও তাদের প্রশ্রয় দিয়ে চলছিল, কেননা কামধেনুটা কবজা করে রাখা ছিল তার উদ্দেশ্য।

নতুন সর্দার একদিন ঘোষণা করে দিল, কামধেনু জনগণের সম্পত্তি। তা জনগণের হাতেই ফিরিয়ে দিতে হবে। বেবলিদাস মা-জননীকে গিয়ে বলল, আপনার সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে নতুন সর্দারের হাত থেকে রক্ষা করুন। মা-জননী তৎক্ষণাৎ যা বাঁচানোর নয় তা বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্বশক্তি দিয়ে। প্রথমেই সে তার বাহিনীকে দায়িত্ব বেঁটে দিয়ে পাঠাল বেবলিদাসকে সাহায্য করতে। এল কর্বরী কুমন—যার কিনা এক-নারীতে সন্তুষ্ট না-হওয়ার খ্যাতি ছিল। এল ভয়ভীত কাউড্রে— যে আবার বেবলিদাস-নারানসের মতোই অনেক নারীকে আশীর্বাদধন্য করার বিচিত্র বর্ণময় চরিত্রসম্পন্ন। এল কিবন্ন ধান্দাবাজি। অন্যদের মতোই নারীদের প্রলুব্ধ করার ক্ষমতায় সেও কিছু কম যায় না। মা-জননী সর্দারকে জব্দ করতে সবরকম কলকাঠি নাড়ল। কিন্তু সর্দার নাছোড়। কেননা সে জানে, লড়াইটা হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে।

এখন গল্পের উপসংহারটা দেখা যাক। বেবলিদাস ভেবেছিল, তার ঘোষণা মতো মা-জননী শিগগিরই জগৎজননী হবে। মা-জননী খুশিতে ডগমগো হয়ে বেবলিদাসের ঘোষণাটি জনপরিসরে নিয়ে এল। কোনও শক্তিই তাকে আটকাতে পারবে না আর। খুশিতে গদগদ হয়ে সে এল বেবলিদাসের কুঠিতে দেখা করতে, এবং এসে রায় দিয়ে গেল, কামধেনুটি এখন বেবলিদাসের হেফাজতেই থাকবে। তার অনুগ্রহীদের আদেশ দিল, তোমরা নজর রেখো। অনুগ্রহপ্রার্থীরা মা-জননীকে খুশি করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল যথারীতি। এরমধ্যে বেবলিদাস গেল ক্ষমতাধর আরেক ঠাঁইয়ে। বলল, হুজুর, এই অবৈধভাবে অর্জিত কামধেনুটা যেন আমার কবজাতেই থাকে তার ব্যবস্থা করুন। সেই হুজুর, মুশকিল আসান জানত, একদিকে জনসাধারণের স্বার্থ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বার্থের এই ব্যাপারটায় চটজলদি কোনও রায় দেওয়া এত সহজ নয়। সে পড়ল দ্বিধায়। বেবলিদাসের মুখ রক্ষা করতে মুশকিল আসান রায়ের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে রাখল।

আমার পাঠকবন্ধুরা, গল্পটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। চূড়ান্ত রায় এখনও অধরা। বেবলিদাসের জিম্মাতেই এখনও রয়ে গেছে সেই কামধেনু। কেননা, মুশকিল আসান এবং মা-জননী ও তাঁর বিশ্বস্ত

বাহিনী এখনও বেবলিদাসের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। বেবলিদাসের বিবৃতি মতো তাদের মা-জননী একদিন জগৎজননী হয়ে উঠবে এই আশায় তার সব কাজ সব পরিস্থিতিতে তারা অন্ধভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। গল্পটা যতদূর বলা হল তাতে স্পষ্ট, যে যতই বিখ্যাত হোক, মানুষের অবৈধ অধিকার ন্যায়সংগতও নয়, ন্যায্যও নয়। এও সত্য যে একজনের মা-জননী হয়ে ওঠাও চিরস্থায়ী কিছু নয়, নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

June, 2023

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ,উপাচার্য

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন